তারিখ 10 JAN 2016
পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

মারদাঙ্গা ছাত্রলীগ

বগুড়ায় মহিলা হোস্টেল দখল

নিজস্ব প্রতিবেদক, বগুড়া ▷

বগুড়া সরকারি মজিবুর রহমান মহিলা কলেজ হোস্টেলে ছাত্রলীগ নেতাদের সহযোগিতায় নেত্রীসহ বহিষ্কৃত তিন কর্মী তালা ভেঙে হোস্টেল কক্ষ নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেলে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতির নেতৃত্বে কক্ষের দখল নেওয়া হয়। এ ঘটনায় মহিলা কলেজ ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। জানা গেছে, ছাত্রলীগ সরকারি মজিবুর রহমান মহিলা কলেজ শাখার সভানেত্রী আঞ্জুমান আকতার আয়না ও সাধারণ সম্পাদিকা রত্না সরকারের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিল। সভানেত্রীর কক্ষ থেকে মালামাল চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত বছরের ১৯ নভেম্বর সন্ধ্যায় দুই পক্ষে হাতাহাতি হয়। একপর্যায়ে সাধারণ সম্পাদিকা গ্রুপের কর্মীরা সভানেত্রী গ্রুপের কর্মী মোস্তাকিয়া আকতারকে বঁটি দিয়ে কুপিয়ে জখম করে। এ ঘটনার পর কলেজ কর্তৃপক্ষ সভানেত্রী ও সাধারণ সম্পাদিকাসহ উভয় গ্রুপের ছয়জনকে কলেজ হোস্টেল থেকে বহিষ্কার করে তাদের কক্ষ দুটিতে তালা দিয়ে রাখে। এরপর বহিষ্কৃত ছয়জন ক্যাম্পাসের বাইরে অবস্থান করত। গতকাল দুপুরে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি নাঈমুর রাজ্জাক তিতাসের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের একদল নেতাকর্মী কলেজে গিয়ে হোস্টেলের ৪০৭ নম্বর কক্ষে কলেজ কর্তৃপক্ষের ঝোলানো তালা ভেঙে হোস্টেল থেকে বহিষ্কৃত নেত্রী রত্না সরকার, তাঁর সহযোগী তোমানিয়া আফরিন তিমু ও রোকেয়া সরকার তিশাকে কক্ষের দখল বুঝিয়ে দেয়। এ নিয়ে সভানেত্রী গ্রুপের মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। সরকারি মজিবুর রহমান মহিলা কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভানেত্রী আঞ্জুমান আকতার আয়না জানান, হোস্টেল থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা নেত্রী জোর করে কক্ষের তালা ভেঙে দখল নিয়েছে। তিনি আরো জানান, হোস্টেল কর্তৃপক্ষ তাঁকে ছাড়াও তাঁর সমর্থক মাকসুদা আকতার ও মোস্তাকিয়া আকতারকে হোস্টেল থেকে সাময়িক বহিষ্কার করেছিল। জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি নাঈমুর রাজ্জাক তিতাস বলেন, 'দুই পক্ষই হোস্টেলের বাইরে অবস্থান করত। বিষয়টি সমাধানের জন্য হোস্টেল সুপারকে একাধিকবার অনুরোধ করা হয়েছে। তিনি কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ায় আমি দুই পক্ষকে হোস্টেলে অবস্থান নিতে বলেছি। আমার আহ্বানে সাধারণ সম্পাদিকা হোস্টেলে ঢুকলেও সভানেত্রী আসেনি।'

ইবিতে অ্যাম্বুল্যান্সচালককে পিটুনি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) অ্যাম্বুল্যান্সচালককে পিটিয়েছে ছাত্রলীগের কর্মীরা। গত শুক্রবার রাতে ইবি শাখা ছাত্রলীগের কর্মী ও মুক্তিযোদ্ধার সন্তান সংগঠনের আহ্বায়ক হাফিজের নেতৃত্বে তাঁকে মারধর করা হয়। হামলায় কয়েকজন বহিরাগতও অংশ নেয়। আহত চালক আজিবর হোসেনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাত ৯টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসাকেন্দ্রের সামনে একটি চায়ের দোকানে বসেছিলেন আজিবর। ছাত্রলীগের কর্মী হাফিজুর রহমান হাফিজ (ইসলামের ইতিহাস) ও শাকিল আহমেদ সুমনের (আইন) নেতৃত্বে কর্মী ও বহিরাগত ১০-১২ জন এসে আজিবরকে তুলে নিয়ে যেতে চায়। তিনি চিৎকার করলে আগতরা তাঁকে কিল-ঘুষি, ও চড়-লাথি মারতে থাকে। একপর্যায়ে গাছের ডাল ভেঙে পেটাতে থাকে। পরে সেখানে উপস্থিত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যান। আজিবর বলেন, 'হাফিজ সন্ধ্যার দিকে আমার মোবাইল ফোনে কল করে অ্যাম্বুল্যান্স চায়। কিন্তু পরিবহন প্রশাসকের অনুমতি ছাড়া অ্যাম্বুল্যান্স দিতে পারব না বলে জানাই। এরপর সে পাঁচ-ছয়টি মোটরসাইকেলে ১০-১২ জন ছেলে নিয়ে এসে আমাকে মারতে থাকে। পরে পাশের দোকানে থাকা স্যারেরা (কর্মকর্তারা) আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যান।' ছাত্রলীগের কর্মী হাফিজ বলেন, 'পরিবহন প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে আমি অ্যাম্বুল্যান্সচালককে ডেকেছিলাম; কিন্তু সে যেতে চায়নি। তাই ছেলেপেলে একটু প্রতিবাদ করেছে।' তবে পরিবহন প্রশাসক অধ্যাপক ড. মামুনুর রহমান বলেন, 'হাফিজ আমার কাছে কোনো গাড়ি চায়নি।' ইবি প্রক্টর অধ্যাপক ড. মাহবুবর রহমান বলেন, 'লিখিত অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সুনামগঞ্জে কলেজে দুই পক্ষের হাঙ্গামা

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি ▷

সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন আহত হয়েছে। গতকাল শনিবার দুপুরে কলেজ ক্যাম্পাসে ওই ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ছাত্রলীগকর্মী সাহাজুল কাজী ও মইনুল হকের মধ্যে কথাকাটাকাটির জের ধরে উভয়ের সমর্থকরা ক্যাম্পাসে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এ সময় পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে দুই পক্ষের ধস্তাধস্তির সময় পুলিশের স্টেনগানের গুলিতে কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি ফয়সাল আহমদ চৌধুরী আহত হন। তাঁকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ জানায়, সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে পুলিশের দুই কনস্টেবল রাসেল আহমদ ও হামিদ মিয়া আহত হয়েছেন। সদর থানার ওসি হারুনুর রশিদ জানান, পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময় অসাবধানতাবশত পুলিশের স্টেনগানের গুলিতে ছাত্রলীগ নেতা ফয়সাল আহমেদ চৌধুরী পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। কলেজে উত্তেজনা বিরাজ করায় ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।

নাটোরে কলেজে তালা, ভাঙচুর

নাটোর প্রতিনিধি ▷

ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে জেলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সরকারি কলেজে তালা ঝুলিয়ে অধ্যক্ষের কার্যালয়ে ভাঙচুর করেছে কলেজ ছাত্রলীগ। এ সময় তারা বিক্ষোভ সমাবেশও করে। কলেজ চত্বরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লে হুড়াহুড়ি করে বের হতে গিয়ে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। রবিবার সকাল ১১টার মধ্যে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা না হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে ছাত্রলীগ। বিক্ষোভ সমাবেশে ছাত্রলীগ নেতারা বলেন, প্রায় ১০ বছর ধরে কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচন বন্ধ রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা নির্বাচনের দাবি জানিয়ে এলেও কলেজ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে উদাসীন। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা না হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হবে। পরে পুলিশ ও জেলা ছাত্রলীগের নেতাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হলে কলেজের মূল ফটকের তালা খুলে দেয় তারা। নাটোর সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, ছাত্র সংসদ নির্বাচনের জন্য কলেজে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করেছে। তবে তেমন কিছু ঘটেনি। এ বিষয়ে নাটোর এনএস সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক আবদুল কুদ্দুস ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।